শিল্প-বিদায়ে উদ্বেগ

শিক্ষার উন্নয়নে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাওয়াই গণিতে, সাহিত্যেও

নিজস্ব সংবাদদাতা ✧ কলকাতা

শুধু মেধাই নয়। এ রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছে বহু শিল্পও। কারণ, এক দিকে উচ্চশিক্ষার উপরে যথেষ্ট জোর দেয়নি রাজ্য সরকার। অন্য দিকে শিল্প স্থাপনের কোনও সম্ভাবনা তৈরি হলেই শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার উপরেই যাবতীয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এখানে মানুষের জীবনযাত্রার মানও বেশ নিচু ।

মঙ্গলবার শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি বা বেসু-র সমাবর্তনে নিজের বক্তৃতায় এই অভিমত প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কৌশিক বসু । এ দিনের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কৌশিকবাবু বলেন, "এ রাজ্য উচ্চশিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। তবে খুব দেরিও হয়ে যায়নি। ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্টের মতো পেশাদারি বিষয়ের পাশাপাশি গণিত, সাহিত্য ইত্যাদি মূল বিষয়ের গুরুত্ব বাড়িয়ে এখনও রাজ্যে উচ্চশিক্ষার উন্নতি ঘটানো সম্ভব।"

সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র কৌশিকবাবু স্নাতক স্তরের পড়াশোনা করতে দিল্লি যান। স্নাতকোত্তর পাঠ নেন লন্ডনে। তিনি বলেন, "দিল্লিতে অনেক উঁচু পদেই বাঙালিরা আছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পড়াশোনা করলেও তাঁরা এ রাজ্যে থাকেননি। চলে গিয়েছেন বাইরে।" পরে তিনি জানান, গণিত, সাহিত্যের মতো মূল বিষয়ে সরকারি বিনিয়োগ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি পেশাদারি বিষয়ের পাঠ্যক্রমে বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

বাংলা থেকে শিল্প চলে যাওয়ার কারণ হিসেবে কৌশিকবাবু বলেন, ২০-২৫ বছর আগে এ রাজ্যে কেউ শিল্প গড়তে চাইলে শ্রমিকদের দাবিদাওয়াকে সামনে আনা হত এবং সেগুলিকেই গুরুত্ব দেওয়া হত। ফলে বহু শিল্প রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছে এবং শিল্প ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এটা কেউ ভাবেননি যে, শ্রমিকদের দাবিদাওয়াকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে বিভিন্ন শিল্প এ রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে পারে।

তবে রাজ্যে শিল্পকে ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্কের ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাতে চাননি প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। কৌশিকবাবু বলেন, "সামনেই বাজেট। আমি সেই কাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তাই এ ব্যাপারে এখন মন্তব্য করব না।"

এ দেশে নীতি নির্ধারণের সময় অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়া তেমন গুরুত্ব পায় না বলে ওই অর্থনীতিবিদ মন্তব্য করেন। তাঁর মতে, এর জেরে পরবর্তী কালে ক্ষোভ-বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় আফ্রিকার গরিব দেশগুলির থেকেও ভারতের পিছিয়ে পড়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।